রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২০১৯ সনের ১১ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মার্চ ১৪, ২০১৯

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৫৫—১৬৪
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৩৯—২৯০
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৯০৯—১৯৮৪

	পৃষ্ঠা নং
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) ....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

অভ্যন্তরীণ নিয়োগ শাখা

শোক বার্তা

তারিখ : ০২ ফাল্গুন ১৪২৫/১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

নং ০৫.০০.০০০০.১৩৮.০০.০৭০.১২-১৬২—ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব, (ক্যাডার বহির্ভূত) জনাব মোঃ শহীদুল্লাহ তালুকদার (১১১৮২), গত ১৩-০১-২০১৯ তারিখ রবিবার বিকাল ০৪.৩০ ঘটিকায় দুরারোগ্য ব্যাধি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহী ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

২। জনাব মোঃ শহীদুল্লাহ তালুকদার ০১-০১-১৯৬১ তারিখে ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিগত ১৮-১০-১৯৮৬ তারিখে স্টেনো টাইপিস্ট হিসেবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে চাকরিতে যোগদান করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন।

৩। জনাব মোঃ শহীদুল্লাহ তালুকদার দীর্ঘ চাকরি জীবনে অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ, দক্ষ, নিষ্ঠাবান ও সদালাপী কর্মকর্তা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২(দুই) পুত্র, ১(এক) কন্যা ও বহু আত্মীয়-স্বজন এবং অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন।

৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মোঃ শহীদুল্লাহ তালুকদার এর অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশসহ তার রুহের মাগফিরাত কামনা করছে এবং মরহুমের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোঃ রকিব হোসেন, এনডিসি
সচিবের রুটিন দায়িত্বে।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
[শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড শাখা]

আদেশ

তারিখ : ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ ইং

নং ০২৭/২০১৯/শুল্ক/৭০—The Customs Act, 1969 এর Section-13 এর Sub Section-(2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, উহার ১০-০৬-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে জারীকৃত সাধারণ আদেশ নং -১২/২০০৮/শুল্ক/৪৩৯(১-১৫) এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিল, যথা :—

(ক) আদেশের অনুচ্ছেদ-২ এর দফ (৪) এ উল্লিখিত "হোম টেক্সটাইল" শব্দগুলির পর "শিপবিল্ডার্স" শব্দটি ও কমা সন্নিবেশিত হইবে; এবং

(খ) আদেশের অনুচ্ছেদ-২ এর দফ (৫) এ উল্লিখিত "BTMA" এর পর ",Bangladesh Shipbuilders' Association" শব্দগুলি ও কমা সন্নিবেশিত হইবে।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

মো: মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, এনডিসি
চেয়ারম্যান।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন শাখা-৫

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৮ মাঘ ১৪২৫/১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

নং **২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০১৫.১৮-২৮**—যেহেতু, জনাব শহীদ মোঃ কবির, বর্তমানে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), খুলনা গণপূর্ত জোন, সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী কুষ্টিয়া গণপূর্ত বিভাগে কর্মরত অবস্থায় দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় ১৩-০৪-২০১৭ তারিখে "কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ নির্মাণে অনিয়ম" শীর্ষক সংবাদের আলোকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে ০২(দুই) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির ১৩-০৮-২০১৭ তারিখের প্রতিবেদনে উক্ত কাজের অনিয়মে সংশ্লিষ্ট থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে ০১/২০১৮ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেত, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ০২-১২-২০১৮ তারিখ কারণ দর্শানো নোটিশের লিখিত জবাব প্রদান করেন এবং ১০-০১-২০১৯ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, উভয় পক্ষের বক্তব্য, বিভাগীয় মামলার নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল স্থাপন কাজে ০৫(পাঁচ) ভবনের কাজ পৃথক পৃথকভাবে দরপত্র আহবান করা হয়। এর মধ্যে একাডেমিক ভবনের দরপত্র স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং অপর ৪(চার)টি ভবনের দরপত্র অতি: প্রধান প্রকৌশলী, খুলনা গণপূর্ত জোন কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের কাজ একক প্যাকেজকে একাধিক অংশে বিভক্ত করায় তার দায়িত্ব গ্রহণের পূর্ব হতেই চলমান ছিল। এছাড়া অভিযুক্ত কর্মকর্তার চাকরি শেষ পর্যায়ে (৩১-১২-২০১৮ তারিখে পিআরএল এ গমণ করেন) বিধায় উক্ত বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদানের অনুরোধ করেণ;

সেহেতু, জনাব শহীদ মোঃ কবির, বর্তমানে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), খুলনা গণপূর্ত জোন, সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী, কুষ্টিয়া গণপূর্ত বিভাগ এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে রুজুকৃত ০১/২০১৮ নম্বর বিভাগীয় মামলায় "অসদাচরণ" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় উক্ত বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার
সচিব।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
বিমান শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৫ ফাল্গুন ১৪২৫/১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

নং **৩০.০০.০০০০.০১৭.০১৮.০০৫.১৯-১২০**—গত ১১ জুলাই ২০০৭ এ জারিকৃত "Bangladesh Biman Corporation (Amendment) Ordinnce, 2007" এর আলোকে কর্পোরেশন হতে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদ "The Companies Act, 1994" এর আওতায় স্বাক্ষরিত Articles of Association of Biman Bangladesh Airlines Limited এর অনুচ্ছেদ-৩৮ অনুযায়ী বিমানের সার্বিক উন্নয়ন এবং কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ২০১৯ সালের জন্য নিম্নোক্তভাবে পুনর্গঠন করা হলো :

১	এয়ার মার্শাল মোহাম্মদ ইনামুল বারী (অব), বিবিপি, এনডিইউ, পিএসসি সাবেক বিমান বাহিনী প্রধান	চেয়ারম্যান
২	চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা	পরিচালক
৩	সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	পরিচালক
৪	সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	পরিচালক
৫	সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	পরিচালক
৬	রিয়ার এ্যাডমিরাল মো: খুরশেদ আলম (অব), এনডিসি, পিএসসি, সচিব, মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	পরিচালক
৭	চেয়ারম্যান, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ	পরিচালক
৮	সহকারী বিমান বাহিনী প্রধান (অপারেশন)	পরিচালক

৯	ইঞ্জিনিয়ার ইন চীফ, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	পরিচালক
১০	সভাপতি, বিজিএমইএ	পরিচালক
১১	ব্যারিষ্টার তানজিবুল আলম, আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট	পরিচালক
১২	জনাব নূর ই খোদা আব্দুল মবিন, এফসিএ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইমার্জিং রিসোর্সেস লিঃ পার্ক রোড, বারিধারা, ঢাকা	পরিচালক
১৩	ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড	পরিচালক (পদাধিকারবলে)

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারিকৃত এ প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাবেরা আক্তার
উপসচিব।

আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২৫ মাঘ ১৪২৫/০৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৫৭.১৭-১১১—সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটা থানার সাধারণ ডায়রী নং-১৭০, তারিখ : ০৫-০৬-২০১৮-এ উল্লিখিত আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ (দণ্ডবিধি ১৮৬০ এর ১২৪-ক ধারা) মামলা রুজু/তদন্তের লক্ষ্যে ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

তারিখ : ২৪ মাঘ ১৪২৫/০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৬.১৯-১১০—ঢাকা জেলার দক্ষিণখান থানার মামলা নং-৩৫(০৩)১৭ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত অবৈধ পাসপোর্ট, সীল মোহর ও অন্যান্য জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ আত্মসাত করাসহ অবৈধভাবে অন্যের পাসপোর্ট নিজ হেফাজতে রাখার অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে পাসপোর্ট (অপরাধ) আইন, ১৯৫২ এর ৩(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

তাহমিনা বেগম
উপসচিব।

আনসার অধিশাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২২ মাঘ ১৪২৫/০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

নং স্বঃমঃ(আ-১)অভিযোগ-১০/৯৭-৪৬/৯—জনাব মোহাম্মদ আশিকুর রহমান, সহকারী জেলা কমান্ড্যান্ট ও জেলা কমান্ড্যান্ট (চলতি দায়িত্ব), বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, নীলফামারী-এর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) কর্তৃক ফৌজদারী মামলা দায়েরের প্রেক্ষিতে তাঁকে বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস-এর বিধি-৭৩ নোটঃ (২) এর নির্দেশনার আলোকে গ্রেফতারের তারিখ ২৪-০১-২০১৯ খ্রিঃ হতে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

২। তিনি সাময়িক বরখাস্তকালীন বিধি মোতাবেক বেতন ও ভাতাদি পাবেন।

৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এস এম মুনীর উদ্দিন
উপসচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
ঔষধ প্রশাসন-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২৮ মাঘ ১৪২৫/১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

নং ৪৫.০০.০০০০.১৮২.০৬.০১১.০৮-১৪—স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত ঔষধ নীতি-২০১৬ এর নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য দেশের সকল একশত বেড বা তদূর্ধ্ব হাসপাতাল সমূহে রোগীদের মধ্যে ঔষধ/ভ্যাকসিনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া (Adverse Drug Reaction) যথাযথ ভাবে মনিটর করে এতদসংক্রান্ত রিপোর্ট (রিপোর্ট না পাওয়া গেলে শূন্য প্রতিবেদন) ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে ADRM Cell বরাবর প্রেরণের নিমিত্তে জেলা পর্যায়ে ফার্মাকোভিজিল্যান্স সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য "জেলা ফার্মাকোভিজিল্যান্স কমিটি" নিম্নরূপভাবে গঠন করা হল :

১.	সিভিল সার্জন	আহ্বায়ক
২.	মেডিকেল অফিসার (সিভিল সার্জন এর কার্যালয়)	সদস্য
৩.	কনসালটেন্ট, ফার্মাকোলজি বিভাগ	সদস্য
৪.	কনসালটেন্ট, মেডিসিন বিভাগ	সদস্য
৫.	কনসালটেন্ট, চর্ম ও যৌন বিভাগ	সদস্য
৬.	কনসালটেন্ট, শিশু বিভাগ	সদস্য
৭.	কনসালটেন্ট, সার্জারী বিভাগ	সদস্য
৮.	সংশ্লিষ্ট এলাকার সহকারী পরিচালক/ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর	সদস্য
৯.	ফার্মাসিস্ট	সদস্য
১০.	নার্সিং/ডেপুটি নার্সিং সুপারিটেনডেন্ট	সদস্য
১১.	আবাসিক মেডিকেল অফিসার	সদস্য-সচিব ও ফোকাল পয়েন্ট

২। **কমিটির কার্যপরিধি :**

(ক) কমিটি সংশ্লিষ্ট জেলার হাসপাতালসমুহে Adverse Drug Reaction মনিটরিং করে নিয়মিত Suspected Adverse Drug Event রিপোর্ট National Pharmacovigilance Centre (ADRM Cell, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর)-এ প্রেরণ করবে। রিপোর্ট না পাওয়া গেলে প্রতি মাসে শূন্য প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।

খ) কোন সিরিয়াস ADR পাওয়া গেলে তা Investigation করে Adverse Drug Reaction-এর সম্ভাব্য কারণ সম্পর্কিত সুস্পষ্ট মতামত সহ National Pharmacovigilance Centre (ADRM Cell, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর) (adrmcell.dgda@gmail.com)-এ রিপোর্ট প্রেরণ করতে হবে।

গ) কমিটি প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ কর্মকর্তাকে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্তি/কো-অপ্ট করতে পারবে।

৩। জনস্বার্থে এ কমিটি পুনর্গঠন করা হলো এবং এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৫.০০.০০০০.১৮২.০৬.০১১.০৮-১৩—স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত ঔষধ নীতি-২০১৬ এর নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য দেশের সকল একশত বেড বা তদূর্ধ্ব হাসপাতাল সমূহে রোগীদের মধ্যে ঔষধ/ভ্যাকসিনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া (Adverse Drug Reaction) যথাযথ ভাবে মনিটর করে এতদসংক্রান্ত রিপোর্ট (রিপোর্ট না পাওয়া গেলে শূন্য প্রতিবেদন) ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে ADRM Cell বরাবর প্রেরণের নিমিত্তে ফার্মাকোভিজিল্যান্স সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য "হাসপাতাল ফার্মাকোভিজিল্যান্স কমিটি" নিম্নরূপভাবে গঠন করা হল :

১.	পরিচালক/তত্ত্বাবধায়ক	আহ্বায়ক
২.	উপ পরিচালক/সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	সদস্য
৩.	উপ পরিচালক/সহকারী পরিচালক (ইপিআই) বিভাগীয় পরিচালক, স্বাস্থ্য এর কার্যালয়	সদস্য
৪.	বিভাগীয় প্রধান/প্রতিনিধি, ফার্মাকোলজি বিভাগ	সদস্য
৫.	বিভাগীয় প্রধান/প্রতিনিধি, মেডিসিন বিভাগ	সদস্য
৬.	বিভাগীয় প্রধান/প্রতিনিধি, চর্ম ও যৌন বিভাগ	সদস্য
৭.	বিভাগীয় প্রধান/প্রতিনিধি, শিশু বিভাগ	সদস্য
৮.	বিভাগীয় প্রধান/প্রতিনিধি, সার্জারী বিভাগ	সদস্য
৯.	সংশ্লিষ্ট এলাকার সহকারী পরিচালক/ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর	সদস্য
১০.	ফার্মাসিস্ট	সদস্য
১১.	নার্সিং সুপারিনটেনডেন্ট	সদস্য
১২.	আবাসিক চিকিৎসক/আর. পি/আর. এস/ রেজিস্ট্রার	সদস্য-সচিব ও ফোকাল পয়েন্ট

২। **কমিটির কার্যপরিধি :**

(ক) কমিটি সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে Adverse Drug Reaction মনিটরিং করে নিয়মিত Suspected Adverse Drug Event রিপোর্ট National Pharmacovigilance Centre (ADRM Cell, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর)-এ প্রেরণ করবে। রিপোর্ট না পাওয়া গেলে প্রতি মাসে শূন্য প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।

খ) কোন সিরিয়াস ADR পাওয়া গেলে তা Investigation করে Adverse Drug Reaction-এর সম্ভাব্য কারণ সম্পর্কিত সুস্পষ্ট মতামতসহ National Pharmacovigilance Centre (ADRM Cell, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর) (adrmcell.dgda@gmail.com)-এ রিপোর্ট প্রেরণ করতে হবে।

গ) কমিটি প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ কর্মকর্তাকে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্তি/কো-অপ্ট করতে পারবে।

৩। জনস্বার্থে এ কমিটি পুনর্গঠন করা হলো এবং এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবদুল ওহাব খান
যুগ্মসচিব।

পার-৪ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২২ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রিঃ

নং ৪৫.০০.০০০০.১৪৫.১৬.০০৩.১৫-২১—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের 'পেডিয়াট্রিক অনকোলজি বিভাগ' এর নাম পরিবর্তন করে 'পেডিয়াট্রিক হেমাটোলজি এন্ড অনকোলজি বিভাগ' হিসেবে নামকরণে নির্দেশক্রমে সম্মতি জ্ঞাপন করা হলো।

যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মাকসুদা ইয়াসমিন
উপসচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, খুলনা
অডিট, আইন ও সমিতি শাখা

অফিস আদেশ

তারিখ : ২৮ মাঘ ১৪২৫/১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

নং ৪৭.৬১.০০০০.২৬১.৩৩.১৬৬.১০-৩১—গ্লোবাল ইসলামী বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ (নিবন্ধন নং-১০/বা, তাং-২২-০৭-২০০৮, সংশোধিত ০৫/খুল, তারিখ-১৮-০৮-২০১০) ঠিকানা-গ্রাম+ডাকঘর-মুলঘর, উপজেলা-ফকিরহাট, বাগেরহাট এর কার্যক্রম দীর্ঘদিন যাবত বন্ধ থাকায় বর্ণিত সমিতিটিকে সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধন ২০০২ ও ২০১৩) এর ৫৩ ধারা মোতাবেক অবসায়নে ন্যস্ত করে একই আইনের ৫৪ ধারা মোতাবেক জনাব এস এম আব্দুল কাদির, উপজেলা সমবায় অফিসার, ফকিরহাট, বাগেরহাট-কে অবসায়ক নিয়োগ প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মো. মিজানুর রহমান
যুগ্ম নিবন্ধক (ভারপ্রাপ্ত)।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
হজ শাখা

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ০১ ফাল্গুন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং ১৬.০০.০০০০.০০৩.১৮.০১১.১৭-২২৫—এতদ্বারা ২০১৯ খ্রি. সনে হজে গমনের জন্য প্রাক-নিবন্ধনকারী সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, হজ নিবন্ধনের জন্য নিম্নবর্ণিত সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্ণিত সময়ের মধ্যে নির্ধারিত ক্রমিকের মধ্যে উল্লিখিত প্রাক-নিবন্ধিত কোন ব্যক্তি নিবন্ধন সম্পন্ন না করলে তাঁর পরিবর্তে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি (সংশোধিত) ১৪৪০ হিজরি/২০১৯ খ্রিস্টাব্দ এর ৩.১.৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পরবর্তী ক্রমিকের প্রাক-নিবন্ধিত ব্যক্তিদের নিবন্ধনের জন্য আহ্বান জানানো হবে।

সময়সূচি

ব্যবস্থাপনা	নিবন্ধন শুরুর তারিখ	নিবন্ধনের শেষ তারিখ	নিবন্ধনের জন্য সর্বশেষ প্রাক-নিবন্ধনের ক্রমিক নম্বর
সরকারি ব্যবস্থাপনা	১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯	০৫ মার্চ ২০১৯	২২,৭৬৪
বেসরকারি ব্যবস্থাপনা	১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯	১০ মার্চ ২০১৯	৪,৭৯,৮১৫

২। **সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের জন্য নিবন্ধনের নিমিত্ত অনুসরণীয় বিষয়াদি :**

(ক) হজযাত্রী নিবন্ধনের জন্য MRP Passport থাকতে হবে। পাসপোর্ট স্ক্যান করে নিবন্ধন তথ্য পূরণ করতে হবে। হজযাত্রীর পাসপোর্টের মেয়াদ হজের দিন থেকে পরবর্তী ৬ মাস অর্থাৎ ২০২০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত থাকতে হবে। হজযাত্রীর দাখিলকৃত পাসপোর্টের সঠিকতা অনলাইনে যাচাই করা হবে।

(খ) প্রাক-নিবন্ধনের সময় গৃহীত ৩০,০০০.০০ টাকার মধ্যে জমাকৃত ২৮,০০০.০০ (আটাশ হাজার) টাকা সমন্বয় করে ২০১৯ সনের প্যাকেজ-১ এর হজযাত্রীকে অবশিষ্ট (৪,১৮,৫০০.০০—২৮,০০০.০০) = ৩,৯০,৫০০.০০ টাকা এবং প্যাকেজ-২ এর হজযাত্রীকে (৩,৪৪,০০০.০০—২৮,০০০.০০) = ৩,১৬,০০০.০০ টাকা সোনালী ব্যাংক লি., স্থানীয় কার্যালয় শাখা, মতিঝিল, ঢাকার হিসাব নং ০০০২৬৩৩০০০৯০৮ (Sale Proceeds of Hajj Deposit) এ জমা প্রদান করতে হবে।

(গ) হজযাত্রীগণ মাহরামসহ একই সঙ্গে হজে যাওয়ার জন্য নিবন্ধন ফরম পূরণ করে ইউনিয়ন পরিষদের ইউডিসি, স্থানীয় ইসলামিক ফাউন্ডেশন কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, হজ অফিস, আশকোনা বিমানবন্দর, ঢাকার মাধ্যমে নিবন্ধন ভাউচার তৈরি করতে পারবেন। যদি কেউ আলাদা ফ্লাইটে সফর করতে চান তাহলে অবশ্যই আলাদাভাবে নিবন্ধন করবেন।

(ঘ) যিনি দুই বা তদূর্ধ্ব বার হজ করেছেন অথবা হজ ভিসা প্রাপ্ত হয়েছিলেন কিন্তু হজে গমন করেননি তাঁদের মধ্যে যারা ২০১৯ সনে পুনরায় হজ করবেন তাদের জন্য রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক আরোপিত ভ্যাটসহ অতিরিক্ত চার্জ সৌদি রিয়াল ২,১০০ (দুই হাজার একশত) সমপরিমাণ ৪৭,২৫০.০০ (সাতচল্লিশ হাজার দুইশত পঞ্চাশ) টাকাও একই ব্যাংক একাউন্টে জমা দিতে হবে।

(ঙ) হজযাত্রীকে কুরবানী বাবদ ৫২৫ সৌদি রিয়াল সমপরিমাণ ১১,৮১২.০০ টাকা পৃথকভাবে সঙ্গে নিতে হবে।

(চ) সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রাক-নিবন্ধিত ব্যক্তি যদি প্রাক-নিবন্ধন বাতিল করতে চান, তাঁকে ব্যাংকের মাধ্যমে অন-লাইনে আবেদন করতে হবে। এক্ষেত্রে, প্রাক-নিবন্ধনের জন্য জমাকৃত ৩০,০০০.০০ (ত্রিশ হাজার) টাকার মধ্য হতে প্রাক-নিবন্ধন ফি ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা এবং প্রসেসিং ফি ৩,০০০.০০ (তিন হাজার) টাকা কর্তন করে অবশিষ্ট ২৫,০০০.০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা ফেরত প্রদান করা হবে।

(ছ) নিবন্ধনের পর কোনো হজযাত্রী কোনো কারণে হজে যেতে না পারলে শুধু বিমান ভাড়া এবং খাবারের বাবদ গৃহীত টাকা ফেরৎ প্রদান করা হবে।

(জ) এছাড়াও নিবন্ধনের পর রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক হজ সংক্রান্ত বিষয়ে কোন চার্জ আরোপিত হলে তা যথাসময়ে হজযাত্রীকে অবহিত করা হবে এবং পরবর্তী নির্দেশনানুযায়ী পরিশোধ করতে হবে।

(ঝ) প্রাথমিকভাবে প্রাক-নিবন্ধনের নির্ধারিত ক্রমিকের মধ্যে যারা নিবন্ধন করবেন না তারা ২০১৯ খ্রি. সনের হজে গমনে আগ্রহী নন মর্মে পরিগণিত হবেন এবং নির্ধারিত কোটা পূরণের জন্য তাদের পরিবর্তে প্রাক-নিবন্ধিত পরবর্তী ব্যক্তিকে নিবন্ধনের জন্য আহ্বান জানানো হবে।

(ঞ) বাস্তবতার আলোকে নিবন্ধন সংক্রান্ত কোন নিয়মের পরিবর্তন হলে সেটি যথাসময়ে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অবহিত করা হবে।

৩। **বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের জন্য নিবন্ধনের নিমিত্ত অনুসরণীয় বিষয়াদি :**

(ক) হজযাত্রী নিবন্ধনের জন্য MRP Passport থাকতে হবে। পাসপোর্ট স্ক্যান করে নিবন্ধন তথ্য পূরণ করতে হবে। হজযাত্রীর পাসপোর্টের মেয়াদ হজের দিন থেকে পরবর্তী ৬ মাস অর্থাৎ ২০২০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত থাকতে হবে। হজযাত্রীর দাখিলকৃত পাসপোর্টের সঠিকতা অনলাইনে যাচাই করা হবে।

(খ) বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের নিবন্ধনের জন্য প্রকাশিত প্রাক-নিবন্ধিত ব্যক্তিদের নিবন্ধনের জন্য ঘোষিত হজ প্যাকেজ অনুযায়ী ন্যূনতম ৩,৪৪,০০০.০০ টাকার মধ্য থেকে প্রাক-নিবন্ধনকালীন গৃহীত ৩০,৭৫২.০০ টাকার মধ্যে প্রাক-নিবন্ধন ফি বাবদ ২,০০০.০০ হাজার টাকা সমন্বয়পূর্বক অবশিষ্ট (৩০,৭৫২.০০—২,০০০.০০) = ২৮,৭৫২.০০ টাকা ন্যূনতম প্যাকেজ মূল্যের সঙ্গে সমন্বয় করে হজযাত্রীর নিকট থেকে অবশিষ্ট টাকা গ্রহণ করা হবে।

(গ) প্রাক-নিবন্ধনের সময় জমাকৃত ৩০,৭৫২.০০ টাকার মধ্যে জমজম পানি, ১% অতিরিক্ত বাড়ি, স্থানীয় সার্ভিস চার্জ, হজযাত্রীদের কল্যাণ তহবিল (আপৎকালীন ফান্ড), প্রশিক্ষণ ফি, মেডিকেল সেন্টার ভাড়া এবং প্রাক-নিবন্ধন ফি বাবদ সর্বমোট (২৫৯.৮৭ + ৮৫৫.০০ + ৮০০.০০ + ২০০.০০ + ৩০০.০০ + ১০০.০০ + ২০০০.০০) = ৪,৫১৪.৮৭ (চার হাজার পাঁচশত চৌদ্দ টাকা সাতাশি পয়সা) টাকা বা ৪,৫১৫.০০ (চার হাজার পাঁচশত পনের) টাকা কর্তন করে অবশিষ্ট (৩০,৭৫২.০০—৪,৫১৫.০০) = ২৬,২৩৭.০০ (ছাব্বিশ হাজার দুইশত সাঁইত্রিশ) টাকা (জনপ্রতি) সৌদি আরবে প্রদেয় বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ ও পরিবহন ফি IBAN এর মাধ্যমে পরিশোধের নিমিত্ত নিবন্ধনকারী হজ এজেন্সির বিপরীতে সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সির সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর করা হবে।

(ঘ) হজযাত্রী নিবন্ধনের সময় বিমান ভাড়া বাবদ ১,২৮,০০০.০০ টাকা এবং সৌদি আরবে প্রদেয় বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ ও পরিবহন ফি (৪০,৮৮২.৫০—২৬,২৩৭.০০) = ১৪,৬৪৫.৫০ টাকাসহ মোট ১,৪২,৬৪৫.৫০ টাকা জমা প্রদান করে নিবন্ধন সম্পন্ন করতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট এজেন্সি এ টাকা বিমান ভাড়া খাতে পে-অর্ডারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্স বরাবর পরিশোধ করা ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে/খাতে এবং সৌদি আরবে প্রদেয় বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ ও পরিবহন ফি ১৮১৭ সৌদি রিয়াল সমপরিমাণ ৪০,৮৮২.৫০ টাকা IBAN এর মাধ্যমে পরিশোধ ব্যতীত অন্যভাবে উত্তোলন করা যাবে না।

(ঙ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত/ঘোষিত প্যাকেজ-২ এর নিম্নমূল্যে অর্থাৎ ৩,৪৪,০০০.০০ টাকার নিম্নে কোনো বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজ প্যাকেজ ঘোষণা করা যাবে না। এজেন্সি কর্তৃক ঘোষিত হজ প্যাকেজ হজ ব্যবস্থাপনা পোর্টাল, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়; HAAB ও সংশ্লিষ্ট এজেন্সির নিজস্ব ওয়েবসাইট এ upload করতে হবে। ওয়েবসাইট নিবন্ধন কার্যক্রমে নির্বাচিত ব্যাংকসমূহ সরকার নির্ধারিত অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত করে হজযাত্রীর নিবন্ধন সম্পন্ন করবে। প্রাক-নিবন্ধনের প্রাথমিকভাবে নির্ধারিত ক্রমিকের মধ্যে যারা নিবন্ধন করবেন না তারা ২০১৯ খ্রি. সনের হজে গমনে আগ্রহী নন মর্মে পরিগণিত হবেন এবং তার পরিবর্তে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরবর্তী প্রাক-নিবন্ধিত ব্যক্তিকে আহ্বান করা হবে।

(চ) যিনি দুই বা তদূর্ধ্ব বার হজ করেছেন অথবা হজ ভিসা প্রাপ্ত হয়েছিলেন কিন্তু হজে গমন করেননি তাঁদের মধ্যে যারা ২০১৯ সনে পুনরায় হজ করবেন তাদের জন্য রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক আরোপিত ভ্যাটসহ অতিরিক্ত চার্জ সৌদি রিয়াল ২,১০০ (দুই হাজার একশত) সমপরিমাণ ৪৭,২৫০.০০ (সাতচল্লিশ হাজার দুইশত পঞ্চাশ) টাকাও একই ব্যাংক একাউন্টে জমা দিতে হবে।

(ছ) হজযাত্রীকে কুরবানী বাবদ ৫২৫ সৌদি রিয়াল সমপরিমাণ ১১,৮১২.০০ টাকা পৃথকভাবে সঙ্গে নিতে হবে।

(জ) জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি (সংশোধিত) ১৪৪০ হিজরি/২০১৯ খ্রিস্টাব্দ এর ৩-১-১৬ অনুযায়ী এই বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত ক্রমের বাইরে কারো নিকট হতে হজ প্যাকেজের অর্থ গ্রহণ করা যাবে না।

(ঝ) রাজকীয় সৌদি সরকারের সাথে সম্পাদিত দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী যদি কোনো হজ এজেন্সির ন্যূনতম ১৫০ জনের নিবন্ধন করার জন্য প্রাক-নিবন্ধিত হজে গমনেচ্ছু হাজী না থাকে, জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি (সংশোধিত) ১৪৪০ হিজরি/২০১৯ খ্রিস্টাব্দ এর ৪.৩.২ অনুচ্ছেদ অনুসরণ করে লিড এজেন্সি নির্ধারণ করতে হবে। অতঃপর সমঝোতাকারী এজেন্সিকে হজে গমনেচ্ছু প্রাক-নিবন্ধিতদের অনলাইনে লিড এজেন্সির অনুকূলে বিদ্যমান পদ্ধতিতে স্থানান্তর সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করতে হবে। স্থানান্তরিত হজযাত্রীদের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব লিড এজেন্সি (নিবন্ধনকারী) গ্রহণ করে নিবন্ধন সম্পন্ন করবে। মোনাজ্জেম অবশ্যই লিড এজেন্সির হতে হবে। এজন্য, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মোনাজ্জেম বিষয়ে প্রকাশিত পরিপত্র অনুসরণ করতে হবে।

(ঞ) নিবন্ধন চলাকালীন বিদ্যমান পদ্ধতিতে প্রাক-নিবন্ধিত ব্যক্তিদের এজেন্সি স্থানান্তর (Transfer) কার্যক্রম চলমান থাকবে। ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ সালে ঘোষিত হজ প্যাকেজের ৩.৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোনো হজযাত্রীর লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে এজেন্সি স্থানান্তর করা হলে হজযাত্রীকে প্রাক-নিবন্ধিত এজেন্সি বরাবর ২০০০.০০ টাকা স্থানান্তর/সার্ভিস চার্জ প্রদান করতে হবে। তবে এজেন্সির কোটা পূরণ, সমন্বয় কিংবা অভিযোগের কারণে এজেন্সি হজযাত্রী প্রেরণের জন্য মনোনীত না হলে সে ক্ষেত্রে হজযাত্রীর সম্মতিক্রমে এজেন্সি স্থানান্তর করা হলে কোনো সার্ভিস চার্জ আদায় করা যাবে না।

(ট) বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রাক-নিবন্ধিত ব্যক্তি যদি প্রাক-নিবন্ধন বাতিল করতে চান, তাঁকে ব্যাংকের মাধ্যমে অন-লাইনে আবেদন করতে হবে। এক্ষেত্রে, প্রাক-নিবন্ধনের জন্য জমাকৃত ৩০,৭৫২.০০ (ত্রিশ হাজার সাতশত বায়ান্ন) টাকার মধ্য হতে ৫০০০.০০ টাকা কর্তন করে অবশিষ্ট ২৫,৭৫২.০০ (পঁচিশ হাজার সাতশত বায়ান্ন) টাকা ফেরত প্রদান করা হবে।

(ঠ) নিবন্ধনের পর কোনো হজযাত্রী কোনো কারণে হজে যেতে না পারলে শুধু বিমান ভাড়া এবং খাবারের বাবদ গৃহীত টাকা ফেরৎ প্রদান করা হবে।

(ড) নিবন্ধনের পর রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক হজ সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো চার্জ আরোপিত হলে তা যথাসময়ে হজযাত্রীকে অবহিত করা হবে এবং পরবর্তী নির্দেশনানুযায়ী পরিশোধ করতে হবে।

(ঢ) জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি (সংশোধিত) ১৪৪০ হিজরি/২০১৯ খ্রিস্টাব্দ এর ৪.৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রত্যেক হজ এজেন্সির স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ক্ষমতাপ্রাপ্ত অংশীদার/পরিচালক এবং হজযাত্রী পরস্পর চুক্তি সম্পাদন করবেন। হজযাত্রী চুক্তির মূলকপি সংরক্ষণ করবেন এবং অপর দুই কপি যথাক্রমে সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সি ও হজ অফিস, ঢাকায় সংরক্ষণের জন্য প্রেরণ করতে হবে।

(ণ) হজযাত্রীকে সরাসরি এজেন্সির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে এজেন্সির সংশ্লিষ্ট ব্যাংক Account এর মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন করতে হবে।

(ত) হজ এজেন্সিসমূহের তথ্য হালনাগাদ করে (ফরম-২৫ পূরণকরে) নিবন্ধন কার্য সম্পন্ন করতে হবে।

৪। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হলো।

আব্দুল্লাহ আরিফ মোহাম্মদ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

শিল্প মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২৫ মাঘ ১৪২৫ ব./০৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রি.

নং ৩৬.০০.০০০০.০৮২.১৪.০১৪.১৯.৪০—শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিসিআইসি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার্থে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ"-শীর্ষক প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নরূপ একটি Project Implementation Committee (PIC) কমিটি গঠন করা হলো :

আহ্বায়ক

(১) চেয়ারম্যান, বিসিআইসি

সদস্যবৃন্দ

(২) উপ-প্রধান-২, শিল্প মন্ত্রণালয়

(৩) শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন-এর প্রতিনিধি

(৪) কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন-এর প্রতিনিধি

(৫) এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ এর প্রতিনিধি

(৬) বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়-এর প্রতিনিধি

(৭) অর্থ বিভাগ-এর প্রতিনিধি

(৮) পরিচালক, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন, বিসিআইসি

(৯) ঊর্ধ্বতন মহাব্যবস্থাপক, পরিকল্পনা বিভাগ, বিসিআইসি

(১০) ঊর্ধ্বতন মহাব্যবস্থাপক, প্রকল্প বাস্তবায়ন, বিসিআইসি

(১১) ঊর্ধ্বতন মহাব্যবস্থাপক/মহাব্যবস্থাপক, নির্মাণ বিভাগ, বিসিআইসি

(১২) প্রকল্প পরিচালক

সদস্য-সচিব

(১৩) প্রকল্পের ডেস্ক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, বিসিআইসি

২। **কমিটির কার্যপরিধি :**

- বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান;
- প্রকল্প বাস্তবায়নকালে কোনো সমস্যা দেখা দিলে তা সমাধানে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত প্রদান;
- কমিটি প্রতি তিন মাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হবে; এবং
- কমিটি প্রয়োজনে নতুন সদস্যকে কো-অপ্ট করতে পারবে।

৩। প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ Project Implementation Committee PIC কে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

নং ৩৬.০০.০০০০.০৮২.১৪.০১৪.১৯.৩৯—শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিসিআইসি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার্থে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ"-শীর্ষক প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নরূপ একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হলো :

আহ্বায়ক

(১) সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

(২) চেয়ারম্যান, বিসিআইসি

(৩) যুগ্ম-প্রধান, শিল্প মন্ত্রণালয়

(৪) উপ-প্রধান-২, শিল্প মন্ত্রণালয়

(৫) এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ এর প্রতিনিধি

(৬) শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন-এর প্রতিনিধি

(৭) বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়-এর প্রতিনিধি

(৮) কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন-এর প্রতিনিধি

(৯) অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়-এর প্রতিনিধি

(১০) পরিচালক, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন, বিসিআইসি

(১১) ঊর্ধ্বতন মহাব্যবস্থাপক, প্রকল্প বাস্তবায়ন, বিসিআইসি

(১২) প্রকল্প পরিচালক

সদস্য-সচিব

(১৩) সহকারী প্রধান, পরি-১ শাখা, শিল্প মন্ত্রণালয়

২। **কমিটির কার্যপরিধি :**

- প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সুপারিশ পর্যালোচনা করে প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে উদ্ভূত সমস্যা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা;

- প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য রূপরেখা ও নীতি প্রণয়ন করবে;
- প্রকল্প বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট যে কোনো বিষয়;
- কমিটি প্রতি তিন মাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হবে; এবং
- কমিটি প্রয়োজনে নতুন সদস্যকে কো-অপ্ট করতে পারবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো: শাহ আজিজ
সহকারী প্রধান।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৩ মাঘ, ১৪২৫/০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

নং ৪৪.০০.০০০০.১১৪.১৪.০০১.১৬-২৬—যেহেতু, জনাব মোঃ আবদুর রশিদ, জেলা কমান্ড্যান্ট, জেলা আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, মেহেরপুর (সাবেক জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, নাটোর) এর বিরুদ্ধে উক্ত জেলার বেসিক কম্পিউটার ট্রেনিং কোর্স (চতুর্থ ধাপ) এর কতিপয় প্রশিক্ষণার্থীকে যৌন হয়রানির অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অপরাধে বিভাগীয় মামলা নং-০৩/২০১৬ রুজুপূর্বক গত ৩১-০৫-২০১৬ খ্রিঃ তারিখের ৪৪.০৩.০০০০.১১৪. ১৪.০০১.২০১৬.১৬২ নম্বর স্মারকমূলে কারণ দর্শানো হয় এবং তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা জানতে চাওয়া হয়। তিনি গত ২৭-০৬- ২০১৬ খ্রিঃ তারিখ কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করে ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন। তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৯-১১-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়।

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার মৌখিক ও লিখিত জবাব পর্যালোচনায় অভিযোগ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপের পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৭(২)(সি) মোতাবেক জনাব মোঃ কামরুল হাসান খান, উপসচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-কে উক্ত বিভাগীয় মামলার তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা সকল বিধি বিধান প্রতিপালনপূর্বক সরেজমিন তদন্তঅন্তে গত ১৮-০৪-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে মহিলা প্রশিক্ষণার্থীদের গায়ে হাত দেয়া, মৌখিক পরীক্ষার নামে প্রশিক্ষণার্থীদের রুমে ডেকে নিয়ে অতর্কিতে জড়িয়ে ধরা, জোরপূর্বক স্পর্শকাতর স্থানে চুম্বন করা এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে চুম্বন করতে বাধ্য করার অভিযোগ ২টি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং অপর ২টি অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রামাণিত হয়নি মর্মে মতামত পাওয়া যায়;

৩। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, সাক্ষীদের জবানবন্দী, প্রাথমিক অনুসন্ধান প্রতিবেদন, অভিযুক্তের মৌখিক বক্তব্য ও অন্যান্য কাগজপত্রাদি বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত ০১ ও ০৩ নং অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি বর্তমানে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক তাকে "চাকরি হতে বরখাস্ত" করার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রেরণ করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ২৩-০৭-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিল করেন;

৪। যেহেতু, বিভাগীয় মামলার নথিপত্র ও অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত ২য় কারণ দর্শানোর জবাব প্রেরণপূর্বক এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এর মতামত চাওয়া হলে কমিশন কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত পোষণ করা হয়;

৫। সেহেতু, জনাব মোঃ আবদুর রশিদ-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক আনীত "অসদাচরণ" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ ও অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক তাকে "চাকরি হতে বরখাস্ত" করা হলো।

৬। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন
সচিব।

শৃঙ্খলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৪ মাঘ, ১৪২৫/০৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২৭.০২১.১৮-০৯—যেহেতু জনাব আবু মুসা মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম খান (বিপি নং-৫৯৮৬১২৮২৩৪), প্রাক্তন উপ-পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক দক্ষিণ), ডিএমপি, ঢাকা (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) এর বিরুদ্ধে গত ২৮-০৫-২০০৩ তারিখের স্বঃমঃ(পু-১)শৃঙ্খলা-৫/২০০৩/৩৩৮ নং স্মারকে সরকারি সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে হোটেল শেরাটন হতে বিজয় স্মরণি ক্রসিং পর্যন্ত রাস্তায় কার্য দিবসে সকাল ৮:০০ টা থেকে রাত ৯:০০ টা পর্যন্ত তিন চাকার মোটরযান চলাচল নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং চলাচলকারী যানবাহনের নিকট থেকে টোল আদায়ের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার অপরাধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। উক্ত বিভাগীয় মামলায় গত ২১-০৬-২০০৪ তারিখের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্বঃমঃ(পু-১) শৃঙ্খলা-৫/২০০৩/৩৮৮ সংখ্যক আদেশমূলে '০১ (এক) বছরের জন্য তার বার্ষিক বেতন-প্রবৃদ্ধি স্থগিত রাখাসহ স্থগিত বেতন ভাতার কোনো অংশই তিনি পরবর্তীকালে বকেয়া হিসেবে প্রাপ্য হবেন না' মর্মে দণ্ড প্রদান করা হয়।

২। যেহেতু, উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল-২, ঢাকায় তার দায়েরকৃত এটি ২০৮/২০০৫ (নতুন), ০১/২০০৫ (পুরাতন) মামলায় গত ১৯-০২-২০১১ তারিখে "প্রার্থীর ০১ (এক) বৎসরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখার আদেশ বেআইনী, অবৈধ এবং প্রার্থীর উপর বাধ্যকর নহে এবং তর্কিত আদেশের ফলে তিনি বেতন বৃদ্ধির যে অংশ হইতে বঞ্চিত হয়েছেন তাও পরিশোধ করার" আদেশ দেয়া হয়। সরকার পক্ষে দায়েরকৃত এ.এ.টি. মামলা নং-১০২/২০১১ এর গত ০৭-০৬-২০১৫ তারিখের আদেশে প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক অভিযুক্ত কর্মকর্তার পক্ষে এটি ২০৮/২০০৫ (নতুন), ০১/২০০৫ (পুরাতন) মামলার রায় বহাল রেখে নিষ্পত্তি করা হয়।

৩। সেহেতু, উক্ত বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াগত ত্রুটির কারণে বিজ্ঞ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ও প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা এর গত ১৯-০১-২০১১ ও ০৭-০৬-২০১৫ তারিখের আদেশানুযায়ী এতদ্‌সংক্রান্ত জারীকৃত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গত ২১-০৬-২০০৪ তারিখের স্বঃমঃ(পু-১) শৃঙ্খলা-৫/ ২০০৩/৩৮৮ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন এতদ্দ্বারা বাতিল করা হলো।

৪। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন
সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ শাখা-২

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ০৭ ফাল্গুন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.৪৯.০০৬.১৬(অংশ-১)-৫৫—State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) -এর ১৪৪ ধারার (৭) নম্বর উপ-ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ (Tenancy Rules, 1955)-এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাইতেছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জে. এল. নম্বর	উপজেলা	জেলা
১.	নলিয়া বালিয়া	৫০	ভাঙ্গা	ফরিদপুর
২.	মাঝারদিয়া	৭২	নগরকান্দা	ফরিদপুর
৩.	বড় লক্ষ্মণদিয়া	৯২	নগরকান্দা	ফরিদপুর
৪.	দুরশুন্দিয়া	৮১	পাংশা	রাজবাড়ী
৫.	নাওরা বনগাঁও	১১৫	পাংশা	রাজবাড়ী
৬.	কসবা মাঝাইল	১৩৩	পাংশা	রাজবাড়ী
৭.	উত্তর নগর বাথান	১৫২	পাংশা	রাজবাড়ী
৮.	যাদব পাঁচবাড়িয়া	১৬৯	পাংশা	রাজবাড়ী
৯.	দোগাছি	৩৩৫	পাংশা	রাজবাড়ী
১০.	বিলজোনা	১৫৪	পাংশা	রাজবাড়ী
১১.	বিলচত্রা	১৯৫	পাংশা	রাজবাড়ী
১২.	ভাতশালা	১১৭	পাংশা	রাজবাড়ী
১৩.	গোলাবাড়ী বনগ্রাম	১৮৮	পাংশা	রাজবাড়ী
১৪.	চৌরাপাড়া	১৯১	পাংশা	রাজবাড়ী
১৫.	উত্তর হরিণাডাঙ্গা	১৯৬	পাংশা	রাজবাড়ী
১৬.	কালুখালী মাঠ	২২৩	পাংশা	রাজবাড়ী
১৭.	পাইকশিয়া	২৬০	পাংশা	রাজবাড়ী
১৮.	উত্তর বিরঙ্গল	০৯	মাদারীপুর সদর	মাদারীপুর
১৯.	দত্তেরহাট	৪৮	মাদারীপুর সদর	মাদারীপুর
২০.	হোসনাবাদ	৮৬	মাদারীপুর সদর	মাদারীপুর
২১.	পখীরা	৯৯	মাদারীপুর সদর	মাদারীপুর
২২.	মুলপাড়া	১৩	নড়িয়া	শরীয়তপুর
২৩.	কালিকা প্রসাদ	১৫	নড়িয়া	শরীয়তপুর
২৪.	জপসা	১৬	নড়িয়া	শরীয়তপুর
২৫.	চর আন্দার মানিক	৬৫	ভেদরগঞ্জ	শরীয়তপুর
২৬.	চর নাককাটা	৬৬	ভেদরগঞ্জ	শরীয়তপুর

ক্রম	মৌজার নাম	জে. এল. নম্বর	উপজেলা	জেলা
২৭.	দক্ষিণ মাথাভাঙ্গা	৬৭	ভেদরগঞ্জ	শরীয়তপুর
২৮.	বোরকাটি	৬৮	ভেদরগঞ্জ	শরীয়তপুর
২৯.	শিবশেন	৬৯	ভেদরগঞ্জ	শরীয়তপুর
৩০.	কৃষ্ণপুর	৭০	ভেদরগঞ্জ	শরীয়তপুর
৩১.	গোবরা	১১৬	গোপালগঞ্জ সদর	গোপালগঞ্জ
৩২.	সীতারামপুর	১৪৫	কাশিয়ানী	গোপালগঞ্জ
৩৩.	বাটিকামারী	১০৩	মুকসুদপুর	গোপালগঞ্জ

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম এম আরিফ পাশা
উপসচিব।